



22170 - শরীয়তসম্মত হাস্যরসেরে শর্তাবলি

প্রশ্ন

শরীয়তসম্মত হাস্যরসেরে শর্তাবলি কী কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শরীয়তসম্মত হাস্যরসেরে কিছু শর্ত রয়েছে, যথা:

১- দ্বীন নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা যাবে না:

কারণ এটি অন্যতম ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَيْنَ سَأَلْنَا لَهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ

[التوبة: 65]

“যদি তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় তাহলে বলবে, “আমরা তো শুধু কথাবার্তা বলছিলাম আর খেলে-তামাশা করছিলাম।” বলবে:

“তোমরা কি আল্লাহ ও তাঁর বদানসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বদ্বিরূপ করছলি? অজুহাত দেখিয়ে না। তোমরা ঈমান আনার পরে কাফরে হয়ে গেছে।”[সূরা তাওবাহ: ৬৫-৬৬]

ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করা এমন কুফরী যার মাধ্যমে ব্যক্তি ঈমান আনার পরে কাফরে হয়ে যায়।’

অনুরূপভাবে কিছু কিছু সুন্নতকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা। যে সুন্নতগুলোকে নিয়ে ঠাট্টা করা হয়: দাড়ি রাখা, হজিাব পরা বা টাকনুর উপরে জামা পরা।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে উছাইমীন ‘আল-মাজমুউস সামীন’ বইয়ে (১/৬৩) বলেন: ‘আল্লাহর রুবুবিয়াত, রসিলাত, ওহী এবং দ্বীন সম্মানতি বিষয়। কারো জন্য এগুলো নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করা জায়যে নাই। কউ এমনটি করলে সে কাফরে হয়ে যাবে। কারণ ঠাট্টা-মশকরা করা প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, কতিবাদি এবং শরীয়তকে হয়ে করে, তাচ্ছলিয করে। যে ব্যক্তি

এমনটাকিরববে তাকে তার কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে। কারণ এটিনিফিক। তাকে আল্লাহর কাছে তাওবা করে ক্ষমা চাইতে হবে, আমল ঠিকি করতে হবে এবং হৃদয়ে আল্লাহর প্রতিশিঙকা, সম্মান, ভয় ও ভালোবাসা পয়দা করতে হবে। আল্লাহই তৌফিকিদাতা।’

২- হাস্যরস সত্য হতে হবে; মথিয়া নয়:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর জন্য কথা বলার সময় মথিয়া বলে সে ধ্বংস হোক।”[হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেন]

কছি জোকর যারা এ ধরনের চরচা যাদরে অভ্যাস হয়ে গেছে তাদরে ব্যাপারে সতর্ক করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “নশিচয় মানুষ তার গল্পেরে সঙ্গীদরেককে হাসানোর জন্য এমন কথাও বলে যার দরুন সে জাহান্নামেরে এত গভীরে নক্সিপ্ত হবে যা সুরাইয়্যা (প্লেইডসে) তারকার চয়েওে দূরবর্তী।”[হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেন]

৩- ভয় না দেখোনো:

বশিযেতঃ এমন ব্যক্তিগণ কর্তৃক যারা শারীরকিভাবে শক্তিশালী বা যাদরে হাতে অস্ত্র আছে বা লোহার টুকরা আছে কিংবা যারা অন্ধকার ও মানুষেরে দুর্বলতাকে পুঁজি করে ভয় দেখিয়ে থাকে। আবু লাইলা থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে সাহাবীরা আমাদরে কাছে হাদিস বর্ণনা করছেন: একবার তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে সাথে পথ চলছিলেন। পথমিধ্যে তাদরে একজন ঘুমিয়ে পড়ে এবং অপর একজন একটা দড়ি নিয়ে এসে তাকে ভয় পাইয়ে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “কোনো মুসলমিরে জন্য অন্য মুসলমিকে ভয় দেখোনো জায়যে নহে।”[হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেন]

৪- ঠাট্টা-মশকরা, তুচ্ছ-তাচ্ছলিয করা ও খোঁচা মারা:

মানুষদরে অনুধাবনশক্তি, বুদ্ধমিত্তার তারতম্য রয়েছে। তাদরে ব্যক্তিভিরে ব্যবধান রয়েছে। কছি দুর্বল আত্মার মানুষ আছে যারা অন্যদরে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছলিয করে এবং খোঁচা দেয়। তারা কখনো কোন ব্যক্তিকে হাস্যরসেরে পাত্র বানায়। আল্লাহ এমনটাকিরতবে নষিধে করে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ ۖ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلَا مَزُوا أَنفُسَكُمْ ۚ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ ۚ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ

[الحجرات: 11]

“হে ঈমানদারগণ! (তোমাদরে) একদল যনে অন্য দলকে উপহাস না করে। হয়তো ওরাই এদেরে চয়ে (অর্থ্যাৎ যাদরেককে উপহাস



করা হয় তারা উপহাসকারীদের চয়ে) ভালো। নারীরাও যেন নারীদেরকে উপহাস না করে। হয়তো ওরাই এদের চয়ে ভালো। তোমরা নজিদেরকে (একে অপরকে) দোষারোপ করো না এবং পরস্পরকে খারাপ উপাধিতে ডেকে না। ঈমানের পর অপনাম (প্রদান) বড় খারাপ!”[সূরা হুজুরাত: ১১]

ইবনু কাসীর উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন: ‘এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে হয়ে করা, তুচ্ছ করা ও তাদের নিয়ে ঠাট্টা করা। এটি হারাম। এমন কাজ করা মুনাফকদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।’

কউে কউে আকার-আকৃতি, হাঁটার ধরন এবং বাহন নিয়ে তাচ্ছল্য করো। যো ব্যক্তি এমন উপহাস করে তার ব্যাপারে আশঙ্কা হয় যো আল্লাহ তাকে তার উপহাসের শাস্তি দবিনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তোমার ভাইয়ের বপিদে তুমি আনন্দ করো না। অন্যথায় আল্লাহ তাকে দয়া করবনে এবং তোমাকে সেই বপিদে ফলেবনে।”[হাদীসটি তিরমযী বরণনা করনে]

ঠাট্টা করা ও অন্যকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করছেন। কারণ হাসি-ঠাট্টা থেকে শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “এক মুসলমি অপর মুসলমিরে ভাই। সে তার উপর যলুম করবো না, তাকে শত্রুর হাতে ছড়ে দবিনে না, তাকে হয়েজ্জ্ঞান করবো না। তাকওয়া এখানে (এ কথা বলে তনি নজিরে বুকরে দকি তনি বার ইশারা করলনে)। একজন মানুষ নকিষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যো সে তার মুসলমি ভাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করে। প্রত্যকে মুসলমিরে জন্য অপর মুসলমিরে রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত হারাম।”[হাদীসটি মুসলমি বরণনা করনে]

৫- হাস্যরস মাত্রাতরিকিত না হওয়া:

হাস্যরস করা কছু মানুষের বাড়াবাড়ি পর্যায়ের অভ্যাস ও স্বভাবের পরণিত হয়। অথচ এর বপিরীতে গাম্ভীর্যই একজন মুসলমিরে বৈশিষ্ট্য। হাস্যরস হলো কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্যম ধরে রাখা ও একগুঁয়মেদূর করার জন্য অবসর কাটানো ও বশিষে ছাড়।

উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহমিহুল্লাহ বলেন: ‘তোমরা হাস্যরস থেকে বঁচে থাকো। কারণ এটি এমন নরিবুদ্ধতি, যা শত্রুতা তরৈি করে।’

ইমাম নববী বলেন: ‘নষিদিহ হাস্যরস হলো: যাতো বাড়াবাড়ি রয়ছে ও যা নয়িমতি করা হয়। কারণ এটি হাসরি উদ্রকে করে ও হৃদয়ে কঠোরতা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ তাযালার যকিরি থেকে বরিত রাখে। এটি অনকে সময় অন্যকে কষ্ট দেওয়ার দকি পর্যবসতি হয়, বদিবষে তরৈি করে, সম্মান ও গাম্ভীর্য নষ্ট করে। আর যো ব্যক্তি এই বষিযগুলো থেকে নরিপদ থাকতে পারে সেটাই হলো জাযয়ে হাস্যরস; যো ধরণের হাস্যরস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতনে।’



৬- মানুষের মর্যাদা বুঝতে পারা:

কিছু মানুষ আছে যারা কোনোটো ববিচেনাবোধ ছাড়া সবার সাথে হাস্যরস করে। আলমেরে রয়েছে বশিষে মর্যাদা। বয়সে বড় মানুষেরে রয়েছে নজিস্ব সম্মান। বৃদ্ধ ব্যক্তিরে রয়েছে শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকার। সুতরাং যার সাথে হাস্যরস করা হচ্ছে তাকে চনো জরুরী। মূর্খ, নরিবোধ বা অপরিচিতি কারো সাথে হাস্যরস করা ঠিকি নয়।

এ প্রসঙ্গে উমর ইবনে আব্দুল আযীয বলছেন: ‘তোমরা হাস্যরস করায় সংযম রাখো। কারণ এটি ব্যক্তিবকে নষ্ট করে দেয়।’

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেন: ‘তুমি হাস্যরস কম করবে। কারণ মাত্রাতরিকিত হাস্যরস করলে করলে মর্যাদা নষ্ট হয় এবং নরিবোধেরো তোমার ব্যাপারে আস্কারা পায়।’

৭- হাস্যরস হবে খাবারের সাথে যতটুকু লবণ লাগে ততটুকু:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তুমি বেশি বেশি হিসেবো না। কারণ বেশি হাসা অন্তরকে মেরে ফেলে।”[সহীহুল জামে: ৭৩১২]

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: ‘যে ব্যক্তি বেশি বেশি হাসে তার ব্যক্তিব কমবে যায়। যে ব্যক্তি হাস্যরস করে তাকে হালকাভাবে নেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোনোটো কাজ বেশি বেশি করে সে এটির জন্য পরিচিতি লাভ করে।’

কবি বলেন:

"সাবধান! সাবধান! ঠাট্টা করা থেকে বরিত থাকো, কেনো এটি তোমার বিরুদ্ধে শিশু, নীচু ও অধমদেরকে দুঃসাহসী করে তোলে।

এটি সম্মানকে বলিীন করে দেয় এবং ইজ্জতেরে বদলে অপমান বয়ে আনে।"

৮- হাস্যরসেরে মধ্যে কোন গীবত থাকতে পারবে না:

গীবত একটি নিকৃষ্ট রোগ। কড়ে কড়ে মজা করে, ঠাট্টাচ্ছলে গীবত করে। অথচ এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবতেরে যে পরিচয় দিয়েছেন সেটোর মধ্যে পড়ে। তিনি বলেন: “তোমার ভাইয়েরে ব্যাপারে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে।”[হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেন]

৯- হাস্যরসেরে জন্য উপযুক্ত সময় বাছাই করা:

যমেন: কোনেও ভ্রমণে কথিবা কোনেও আড়ার আসরে কথিবা কোনেও বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের সময় তার সাথে সুন্দর কোনেও কৌতুক অথবা চমৎকার কোনেও হাস্যকর ঘটনা কথিবা হালকা কোনেও হাস্যরস করে তার হৃদয়ে ভালোবাসা ও মনে আনন্দ সৃষ্টি করা। অথবা যখন পারিবারিক সমস্যা জটিল হয়ে ওঠে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কটে রাগান্বিত হয় তখন হালকা কৌতুক-হাস্যরস সেই বিচ্ছিন্নতা দূর করে এবং পানকি তার স্বাভাবিক খাতে ফিরিয়ে আনে।"

হে মুসলমি!

এক ব্যক্তি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাহমিহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিল: 'হাস্যরস তো একটি নিন্দনীয় কাজ! তনি তাকে উত্তর দেন: বরং এটি সুন্নাহ; তবে যে এটি সুন্দরভাবে করতে পারে এবং যথাস্থানে প্রয়োগ করে তার জন্য।'

যদিও বর্তমানে উম্মাহর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি এবং জীবন থেকে বিবর্তিত দূর করার প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু তবুও সে বিনোদন, হাসি-ঠাট্টা ও মজা-মশকার মধ্যে এতটাই ডুবে গেছে যে এটি তার অভ্যাস হয়ে গেছে এবং তার মজলসি ও আড্ডাগুলোর মূল বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সময় নষ্ট হচ্ছে, জীবনকাল শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং আমলনামা হাস্যরস ও খলোখুলায় ভরে যাচ্ছে।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: "আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা কম হাসতে ও বেশি কাঁদতে।" ফাতহুল বারী গ্রন্থের প্রণতো বলেন: 'এখানে জানা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আল্লাহর বড়ত্বকে জানা, যারা তাঁর অবাধ্য হয় তাদের প্রতি তাঁর প্রতিশোধগ্রহণকে জানা। আর সেই ভয়াবহতাগুলোকে জানা যগুলো মৃত্যুর সময় রূহ বরে হওয়ার সময় ঘটে, কবরে ঘটে এবং কয়ামতের দিন ঘটবে।'

সুতরাং মুসলমি নর-নারীর উচিত নিজ জীবনে সৎ ও দৃঢ় সঙ্গী বাছাই করা যারা তাকে দৃঢ়তার সাথে দুনিয়ার জীবন কাটাতো এবং আল্লাহর দিকে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে, যারা উত্তম ও নেককারদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। বলিল ইবনে সাদ (রাঃ) বলেন: 'আমি তাদেরকে তীরের লক্ষ্যভদের স্থানে হাস্যরস অবস্থায় ছুটোছুটি করতে দেখেছি। কিন্তু রাত ঘনিয়ে এলে তারা সন্ধ্যাসীতে পরণিত হতেন।'

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা কি হাসতেন?' তনি উত্তর দেন: 'হ্যাঁ; তবে তাদের অন্তরে ঈমান ছিল পাহাড়ের সমান।'

সুতরাং আপনি এদের মতো দিনেরে বলা অশ্বারোহী; রাতেরে বলা সন্ধ্যাসী হয়ে উঠুন।

আল্লাহ আমাদেরকে, আপনাদেরকে এবং আমাদের পতি-মাতাদেরকে কয়ামতের দিন নিরাপদ ব্যক্তিদেরে অন্তর্ভুক্ত করুন, যাদেরকে সন্ধ্যা ডেকে বলা হবে: 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের জন্য কোনেও ভয় নেই। আর তোমরা দুঃখিতও হবে না।'



আমাদরে নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবীর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষতি হোক।